BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ৩

Lecture Content

☑ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস-১

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পূর্ব বাংলার মানুষ তাদের অতীত গৌরব ও স্বাধীনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখা শুরু করে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের অবাঙালি রাজনৈতিক নেতা, সামরিক - অসামরিক আমলাগণ পূর্ব বাংলার জনগণের উপর বিমাতা সুলভ আচরণ শুরু করে। পূর্ব বাংলাকে একটি উপনিবেশ বানানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

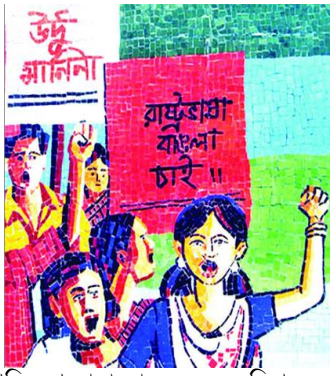

তাদের প্রথম আঘাত ছিল ভাষা। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সমগ্র পাকিস্তানের জনগণের ৫৬.৪০% জনগণের মুখের ভাষা 'বাংলা' হওয়া সত্ত্বেও 'উর্দু' (মাত্র ৩.৩৭% মানুষের মুখের ভাষা)কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত বাঙালির মাঝে আন্দোলনের সঞ্চার করে।

(i) ভাষা বিতর্ক : ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক সেই আগে থেকেই–

১৯০১– নওয়াব আলী চৌধুরী রংপুরে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে প্রথম বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন করেন।

১৯০৬– সালের মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় অধিবেশনে প্রথম বাংলা ভাষা নিয়ে প্রশ্ন উঠে।

১৯৩৭– সালে মুসলিম সভাপতি 'মুহম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রবর্তনের দাবি করলে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের বিরোধীতায় তা ব্যর্থ হয়।

১৯৪০– সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন এর সময় কংগ্রেস নেতারা 'হিন্দি'কে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব করলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ 'উর্দু'কে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষার দাবি করেন। এ সময় বাংলা ভাষার পক্ষেও দাবি উঠে।

১৯৪৭– সালে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়, সেই সময় পশ্চিমা শাসকদের 'উর্দু'কে রাষ্ট্র ভাষা করার অগণতান্ত্রিক প্রস্তাবে বাঙালিদের মাঝে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় এবং তা ১৯৫২ সালে আন্দোলনে রূপ নেয়।

বাংলা ভাষা আন্দোলন ছিল ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় সংঘটিত একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণদাবীর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে এই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে।

ভাষা আন্দোলনে প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৯৪৭ – ১৯৪৮ সালে শুধু শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মধ্যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ছিল।

কিন্তু ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষার দাবি সমগ্র পূর্ব বাংলার জনগণকে আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে একই মঞ্চে নিয়ে আসে এবং অধিকার সচেতন করে তোলে তা পরবর্তীতে আন্দোলনেরই প্রেরণা যোগায়।

ভাষা আন্দোলন

পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। পক্ষান্তরে সমগ্র পাকিস্তানে উর্দু ভাষীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬ ভাগ। ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে চালু করার দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে 'তমদ্দুন মজলিশ'। তমদ্দুন মজলিশ ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশ করে। এ পুস্তিকার লেখক ছিলেন তিন জন- অধ্যাপক আবুল কাসেম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মনসুর আহমেদ।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান প্রথম গণপরিষদ অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু ভাষাতে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলার গণপরিষদ সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষারূপে সরকারি স্বীকৃতির দাবি জানান।

১৯৪৮ সালের ২ মার্চ কামরুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে সরকারের ষড়যন্ত্র রোধ করার জন্য ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ঐ দিন ঢাকায় বহুছাত্র আহত এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেকে গ্রেফতার হন। এজন্য ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়ে প্রতি বছর ১১ মার্চ 'ভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হত।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা দেন, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্ররা 'না না' বলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ১৯৪৯ সালে পূর্ববাংলা সরকার বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করে। মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন এ কমিটির সভাপতি। ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করেন, 'উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে।' ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।'

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারী আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮) 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সারাদেশে হরতাল কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে নুরুল আমিন সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিতে দিতে বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে সমবেত হয়। পুলিশ উপস্থিত ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশ এক পর্যায়ে গুলি বর্ষণ করলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে শহীদ হন।

পুলিশের গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। এ শোভাযাত্রার উপরও পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে শফিউর রহমান মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমিন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করা হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়-

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল	মালিক গোলাম মোহাম্মদ
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী	খাজা নাজিমউদ্দিন
পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী	নুরুল আমিন

❖ **বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি**

কুমিল্লার কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও তাঁর বন্ধু আব্দুস সালাম এবং তাদের সংগঠন 'Mother Language lover of the world' ১৯৯৮ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস করার জন্য তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের নিকট চিঠি লেখেন। এই প্রেক্ষিতে ১৭ই নভেম্বর ১৯৯১ সালে ইউনেস্কোর ৩১ তম বৈঠকে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

- ২০০০ সালে প্রথম বারের মত ১৮৮ টি দেশে একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে পালিত হয়।
- ৫ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে জাতিসংঘ '২১ শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০১৬ সালে রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম কে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

❖ **সিয়েরালিওন এর দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা :** সাল ২০০২; মহান ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হয় বাংলাদেশে। আর এবছরই বাংলা থেকে প্রায় ১৫ হাজার কিলোমিটার দূরের আফ্রিকান দেশ সিয়েরা লিওন বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ছিলেন 'আহমেদ তেজান কাব্বাহ (২০০২)।

রাজধানী : ফ্রিটাউন

বর্তমান প্রেসিডেন্ট : জুলিয়াস মাদাবিত্ত।

❖ **ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান :** আজীবন (মাতৃভাষা প্রেমী এই মহান নেতা ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্বে, ১৯৪৮ সালে রাজপথে আন্দোলন ও কারাবরণ পরবর্তী আইনসভার সদস্য হিসেবে রাষ্ট্র ভাষায় সংগ্রাম ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় ভূমিকা রাখেন।) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে জীবনের মায়া ত্যাগ করে সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন। সাংস্কৃতিক বৈষম্য ও বাঙালির মাতৃভাষা সুরক্ষার আন্দোলনে তার ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য।

১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত যুবলীগ কর্মী সম্মলনে যুব নেতা শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ভাষা বিষয়ক কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রস্তাবগুলো পাঠ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। প্রস্তাবগুলো ছিল–

- "বাংলা ভাষাকে পূর্ববাংলার লেখার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক'।
- 'সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা কি হইবে তা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক, এবং জনগণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হউক। [ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা- ভাষা সৈনিক গাজীউল হক]

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুসহ ১৪ জন "রাষ্ট্রভাষা ২১ দফা ইশতেহার ঐতিহাসিক দলিল" নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন। যাতে ভাষা আন্দোলনসহ অন্যান্য দাবিসমূহ উল্লেখ থাকে।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা আদায়ের দাবি উত্থাপিত হয়, যার অন্যতম কুশীলব ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে অধ্যাপক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা ও সর্বাত্মক সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের যে পদক্ষেপ তার কৃতিত্ব ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।

১৯৪৮ সালে ২ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল কাশেম, শামসুল হক, রমেশ দাশগুপ্ত, অলি আহাদ, মোহম্মদ তোহার উপস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিসের যৌথ সভায় নতুন করে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চের হরতাল যে কোন মূল্যে সফল করায় ১ মার্চ ১৯৪৮ সালে পত্রিকার বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন মুসলিম লিগ কাউন্সিলের সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান, তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমেদ ও আব্দুর রহমান চৌধুরী।

১১ মার্চ ১৯৪৮ : কলকাতা ফেরত বঙ্গবন্ধু ১১ মার্চ, ১৯৪৮ হরতাল পালনের সময় আহত ও গ্রেফতার হন। এটাই শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম রাজবন্দী হওয়ার ঘটনা। ৪ দিনে মোট ৬৯ জন নেতাকর্মী গ্রেফতার হন। [ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব- এম আব্দুল আলীম]

১৫ মার্চ, ১৯৪৪সালে তিনি মুক্তি পেয়েই ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান।

১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন।

৮ জানুয়ারি, ১৯৫২ সালে অসুস্থ অবস্থায় মেডিকেল নেতৃবৃন্দের সাথে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চলাকালীন হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী যখন বাংলা ভাষার বিপক্ষে বিবৃতি দেন, তখন ভাষা আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হয়। বঙ্গবন্ধু জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার পক্ষে বিবৃতি প্রদানে বাধ্য করেন।

১৯৫৩ এর একুশের প্রথম বার্ষিকি উদযাপনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, ২১ শে ফেব্রুয়ারী কে শহীদ দিবস এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার জোর দাবি জানান।

❖ ভাষা শহীদের পরিচয় : ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদ হন ৪ জন।

১. **রফিক উদ্দিন আহমেদ :** জন্ম : মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলা। পরিচয় : মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্রনাথ কলেজের বাণিজ্য বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

২. **আবুল বরকত :** জন্ম : মুর্শিদাবাদ, ভারত। ঢাকার ঠিকানা : বিষ্ণু প্রিয়া ভবন, পুরানা পল্টন। পরিচয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম এ ক্লাসের ছাত্র।

৩. **আব্দুল জব্বার :** জন্ম : ময়মনসিংহ জেলার গফুরগঞ্জ উপজেলা। পরিচয় : সাধারণ গ্রামীণ কর্মজীবি ছিলেন।

৪. **আব্দুস সালাম :** জন্ম : ফেনী জেলার দাগনভূঞা থানায়। পরিচয় : ডাইরেক্টর অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফিসে রেকর্ড কিপার পদে চাকরি করতেন। মৃত্যু : গুলিবিদ্ধ হন ২১ শে ফেব্রুয়ারি, পরবর্তীতে ৭ এপ্রিল ১৯৫২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

❖ ২২ শে ফেব্রুয়ারিতে নিহত :

৫. **শফিউর রহমান :** জন্ম : হুগলি, ভারত। ঢাকার ঠিকানা : হেমেন্দ্রনাথ রোড, ঢাকা। পরিচয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাসের প্রাইভেট ছাত্র ও ঢাকা হাইকোর্টের কর্মচারী। বংশাল রোডে শহীদ হন।

৬. **আব্দুল আউয়াল :** জন্ম : মৌলভীবাজার। পরিচয় : রিকশাচালক। মৃত্যু : সশস্ত্র বাহিনীর মোটর গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়।

৭. **মো. অহিউল্লাহ :** জন্ম স্থান : লুৎফর রহমান লেন, ঢাকা। পরিচয় : শ্রমিক।

৮. **অজ্ঞাত বালক :** ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলে অংশ নিয়েছিল। সশস্ত্র বাহিনীর গাড়ি চাপায় মৃত্যুবরণ করেন। [দৈনিক ইনকিলাব, ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬]

❖ ১৯৫২ সালের ভাষা সৈনিকগণ :

১. হাবিবুর রহমান শেলী
২. গাজীউল হক
৩. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
৪. মোহাম্মদ সুলতান
৫. এম আর আখতার মুকুল
৬. আব্দুল মোমিন
৭. কমরউদ্দীন শহুদ
৮. আনোয়ারুল হক খান
৯. আনোয়ার হোসেন
১০. আতাউর রহমান খান
১১. আব্দুস সালাম
১২. শামসুল হক
১৩. তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
১৪. আবুল কালাম শামসুদ্দিন
১৫. শওকত ওসমান
১৬. সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ

❖ নারী ভাষা সৈনিক :

১. আনোয়ারা খাতুন
২. রওশন আরা বাচ্চু
৩. শামসুন নাহার
৪. সালেহা খাতুন
৫. সুফিয়া ইব্রাহিম
৬. হামিদা রহমান
৭. মমতাজ বেগম
৮. সারা তৈফুর
৯. সুরাইয়া হাকিম
১০. ইলা বকশী
১১. বেনু ধর

❖ **ভাষা আন্দোলনের শিশু সৈনিক :** নেতৃবৃন্দের নির্দেশ সংবলিত চিরকুট বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাসে পৌঁছে দিয়েছিল দুজন বালক-বালিকা- (জাহানারা লাইজু ও নিজাম)।

ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সংগঠন ও সংস্থা :

তমদ্দুন মজলিস : প্রতিষ্ঠা : ১ লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭।

প্রতিষ্ঠাতা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেম এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও দুজন সদস্য হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও শামসুল আলম।

উদ্দেশ্য : শুরুতে তমদ্দুন মজলিশ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেই পরবর্তীতে তা রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ : ভাষার দাবিতে প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক সংগঠন ।

নাম	গঠন	আহ্বায়ক
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	১লা অক্টোবর ১৯৪৮	নুরুল হক ভূঁইয়া
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (দ্বিতীয়বার)	২ মার্চ, ১৯৪৮	শামসুল আলম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	১১ মার্চ, ১৯৫০	আব্দুল মতিন
সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	৩১ শে জানুয়ারী ১৯৫২	কাজী গোলাম মাহবুব

[বাংলাদেশ ও বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস, নবম-দশম শ্রেণি]

ভাষা আন্দোলন জাদুঘর : বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউজের দোতলায় 'ভাষা আন্দোলন জাদুঘর' অবস্থিত। ২০১০ সালে ১ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা উদ্বোধন করেন।

শহিদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলের পাশে 'আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা অবস্থিত। এটি ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট : ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

অবস্থান : সেগুনবাগিচা, ঢাকা। ২০১০ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী আনুষ্ঠাকিভাবে যাত্রা শুরু করেন

উদ্দেশ্য : মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র।

বাংলা একাডেমি : প্রতিষ্ঠা : ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর।

অবস্থান : বর্ধমান হাউজ, ঢাকা।

ভাষা আন্দোলন জাদুঘর : বর্ধমান হাউজের দোতলায় ভাষা আন্দোলন জাদুঘর অবস্থিত।

উদ্দেশ্য : বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা।

পরিচালক : (প্রথম) পরিচালক ড. মুহম্মদ এনামুল হক।

বর্তমান পরিচালক : অধ্যাপক শামসুজ্জামান

মহাপরিচালক : (প্রথম) প্রফেসর মাজহারুল ইসলাম।

বর্তমান : মুহম্মদ নূরুল হুদা

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : আহমদ শরীফ সম্পাদিত, দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত 'লাইলী-মজনু'।

বাংলা একাডেমি হতে প্রকাশিত পত্রিকা : বাংলা একাডেমি পত্রিকা, উত্তরাধিকার, ধানশালিকের দেশে, বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা, বাংলা একাডেমি জার্নাল, বার্তা।

ভাষা শহিদদের নামে গ্রাম :

ভাষা শহিদ	বর্তমান নাম	পূর্ব নাম	উপজেলা	জেলা
রফিক উদ্দিন আহমেদ	রফিক নগর	পারিল	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ
আব্দুল জব্বার	জব্বার নগর	পাচুয়া	গঁফরগাও	ময়মনসিংহ
আব্দুস সালাম	সালামনগর	লক্ষণপুর	দাগনভূইয়া	ফেনী

❖ **ভাষা আন্দোলনভিত্তিক শিল্প, সাহিত্যসমূহ :**

একুশের প্রথম

বিষয়	শিরোনাম	রচয়িতা
একুশের প্রথম গান	ভুলব না, ভুলব না.....	আ ন ম গাজীউল হক
প্রভাতফেরির গান	মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল....	মোশারফ উদ্দিন চৌধুরী
কবিতা	কাঁদতে আসিনি	মাহবুব উল আলম চৌধুরী
নাটক	কবর	মুনীর চৌধুরী
সংকলন	একুশে ফেব্রুয়ারি	হাসান হাফিজুর রহমান

বিষয়	শিরোনাম	রচয়িতা
উপন্যাস	আরেক ফাগুন	জহির রায়হান
চলচ্চিত্র	জীবন থেকে নেওয়া	জহির রায়হান
ইতিহাস নিয়ে বই	ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস	সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কাসেম
শহীদ মিনার ধ্বংসের প্রতিবাদে কবিতা	স্মৃতিস্তম্ভ	কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ

প্রভাত ফেরির গান : প্রভাত ফেরির প্রথম গান : মোশারফ উদ্দিন 'আজকে স্মরয়ি তারে' শিরোনামে প্রভাতফেরির প্রথম গান লিখেন। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সাল থেকে আব্দুল গাফফার চৌধুরী রচিত আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী.....প্রভাত ফেরির গান হিসেবে গাওয়া হয়। প্রথম সুরকার আব্দুল লতিফ এবং বর্তমান সুরকার আলতাফ মাহমুদ।

তথ্য কণিকা

- তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়- ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর।
- ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র- সাপ্তাহিক সৈনিক।
- 'তমদ্দুন মজলিস' নামক সাংস্কৃতিক সংগঠন যার নেতৃত্বে গঠিত হয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেম।
- 'তমদ্দুন মজলিস' ভাষা আন্দোলন বিষয়ক যে পুস্তিকা প্রকাশ করে- 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' (প্রকাশকাল ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)।
- 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু, পুস্তিকার লেখক- ৩ জন।
- উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়- ২মার্চ, ১৯৪৮ সালে।
- 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়- ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২।
- পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬।
- পাকিস্তান গণপরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ৯ মে ১৯৫৪।
- ১৯৫২ সালের 'ভাষা দিবস' ঘোষণা করা হয়- ২১ ফেব্রুয়ারিকে।
- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল- ৮ ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।
- প্রথম শহীদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়- ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি।
- প্রথম তৈরি 'শহীদ মিনার' উন্মোচন করেন- শহীদ শফিউরের পিতা মাহবুবুর রহমান।
- একুশের প্রথম গান 'ভুলব না ভুলব না একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না'- এর রচয়িতা- ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজীউল হক।
- নূরুল আমীন ১৪৪ ধারা জারি করেন- ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।
- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আমতলায় যার সভাপতিত্বে ছাত্র যুবক সমাবেশ হয়- ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজীউল হক।
- ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন- ফিরোজ খান নূন।
- 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' এ ঘোষণা দেন- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ২১ মার্চ ১৯৪৮, ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে।
- পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন 'উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণা দেয়- ২৬ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বিভিন্ন সময়ে গঠিত সংগ্রাম পরিষদ

নাম	তারিখ	আহ্বায়ক
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	১ অক্টোবর, ১৯৪৭	অধ্যাপক নূরল হক ভূইঞা
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (২য় বার)	২ মার্চ, ১৯৪৮	শামসুল আলম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	১১ মার্চ, ১৯৫০	আবদুল মতিন
সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২	কাজী গোলাম মাহবুব

[তথ্যসূত্র : বাংলাদেশের ইতিহাসে ও বিশ্ব সভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি]

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্য

ধরন	সাহিত্যকর্ম	রচয়িতা
নাটক	কবর	মুনীর চৌধুরী
উপন্যাস	আরেক ফাল্গুন	জহির রায়হান
	আর্তনাদ	শওকত ওসমান
	নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি	সেলিনা হোসেন
সম্পাদিত গ্রন্থ	একুশে ফেব্রুয়ারি	হাসান হাফিজুর রহমান
চলচ্চিত্র	জীবন থেকে নেওয়া Let there be light	জহির রায়হান
কবিতা	কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী
	স্মৃতিস্তম্ভ	আলাউদ্দিন আল আজাদ

ভাষা আন্দোলনের জাদুঘর :

নাম	অবস্থান	উদ্বোধন
ভাষা আন্দোলন গবেষণা কেন্দ্র ও জাদুঘর	ধানমন্ডি, ঢাকা	২ জুন, ১৯৮৯
ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর	জব্বারনগর গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	১৯ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
ভাষা শহীদ আব্দুস সালাম গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর	সালামনগর, দগনভূঁইয়া ফেনী	২৬ মে, ২০০৮
ভাষা শহীদ রফিক উদ্দিন গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর	রফিকনগর, সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ	২০০৮
ভাষা আন্দোলন জাদুঘর	বর্ধমান হাউজ, ঢাকা	১লাই ফেব্রুয়ারি ২০১০
শহীদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৫ শে মার্চ, ২০১২
ডাকসু সংগ্রহ শালা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	

❖ ভাষা আন্দোলনভিত্তিক শহীদ মিনার, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার : (Attuch Picture)

অবস্থান : ঢাকার কেন্দ্রস্থল ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে অবস্থিত।

স্থপতি : ১৯৫৭ সালে শিল্পী হামিদুর রহমান।

উচ্চতা : ১৪ মিটার (৪৬ ফুট)

ইতিহাস : ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালে, ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারী ভাষার দাবিতে শহীদের স্মরণে একটি শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ২৪ শে ফেব্রুয়ারী সকালে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ঐ দিন শহীদ শফিউরের পিতা শহীদ মিনারটি উদ্বোধন করেন। কিন্তু পুলিশ ও সেনাবাহিনী ২৬ শে ফেব্রুয়ারী সন্ধায় শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে ফেলে।

১৯৫৭ সালে শিল্পী হামিদুর রহমান এর নকশা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গনে শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এতে সাহায্যকারী হিসেবে সাহায্য করেন নভেরা আহমেদ।

কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে নতুনভাবে নকশা করে নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়। এবং ১৯৬৩ সালে এই শহীদ মিনারটি উদ্বোধন করেন শহীদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম। ১৯৭১ সালে পাক-হানাদার বাহিনী শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে ফেলে। ১৯৭২ সালে শহীদ মিনারটি পুনরায় নিমার্ণ করা হয়।

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক অন্যান্য শহীদ মিনার : বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শহীদ মিনার (৭১ ফুট)- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।

বর্হিবিশ্বে শহীদ মিনার :

- ❖ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে বর্হিবিশ্বে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় ১৯৯৭ সালে যুক্তরাজ্যের ওল্ডহ্যামে এবং দ্বিতীয়টি ১৯৯১ সালে লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটে।
- ❖ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বর্হিবিশ্বে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় জাপানের টোকিওতে ২০০৫ সালে।
- ❖ মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়-ওমানে।

ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য :

ভাস্কর্য	স্থপতি	অবস্থান
মোদের গরব	অখিল পাল	বাংলা একাডেমি চত্বর
অমর একুশে	জাহানারা পারভীন	জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়
স্মৃতি মিনার	হামিদুজ্জামান	জাতীয় বিশ্ব বিদ্যালয়
শহীদ মিনার	মুর্তজা বশির	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্ন : আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা কী?

উত্তর : প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি ভূ-খন্ডের দুটি ভিন্ন ভাষার জাতিসত্তাকে মিলিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম থেকেই মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট জাতীয়তা বাদ ও আন্দোলনই বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ।

প্রশ্ন : ভাষা আন্দোলন কি আমাদের বৃহৎ সংগ্রামের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল?

উত্তর : ভাষার দাবিতে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ও ভাষার দাবিতে আন্দোলন বাঙালির মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতার সৃষ্টি করেছিল আর এই জাতীয়তাবাদই আমাদের মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

প্রশ্ন : দেশের বাইরে বাংলা ভাষার দাবিতে কখন ও কোথায় আন্দোলন হয়েছিল?

উত্তর : ১৯ মে, ১৯৬১ সালে ভারতের আসাম রাজ্যের শিলাচরে বাংলাকে সরকারি ভাষার মর্যাদাদানের দাবিতে পুলিশের গুলিতে ১১ জন শহীদ হন।

প্রশ্ন : আন্দোলনের মুখপাত্র কোন পত্রিকা?

উত্তর : **'সাপ্তাহিক সৈনিক-** সম্পাদক অধ্যাপক শাহেদ আলী।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. কিসের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল?

ক) দ্বি-জাতি তত্ত্ব
খ) সামাজিক চেতনা
গ) অসম্প্রদায়িকতা
ঘ) বাঙালি জাতীয়তাবাদ **ঘ**

২. তমদ্দুন মজলিস সংগঠনটি কিসের সাথে জড়িত?

ক) ভাষা আন্দোলন
খ) স্বাধীনতা সংগ্রাম
গ) সাংস্কৃতিক আন্দোলন
ঘ) কোনোটিই নয় **ক**

৩. পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি কে জানিয়েছিলেন?

ক) তমিউদ্দীন খান খ) সৈয়দ আজমত খান
গ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) মনোরঞ্জন ধর **গ**

৪. ১৯৪৮-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় 'ভাষা দিবস' হিসেবে কোন দিনটি পালন করা হতো?

ক) ২৫ জানুয়ারি খ) ১১ ফেব্রুয়ারি
গ) ১১ মার্চ ঘ) ২৫ ফেব্রুয়ারি **গ**

৫. কোন বিদেশি রাষ্ট্র বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে?

ক) রুয়ান্ডা খ) সিয়েরালিয়ন
গ) সুদান ঘ) লাইবেরিয়া **খ**

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট

১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা হলে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী দলসমূহ একটি জোট গঠনের প্রচেষ্টা নেয়। প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এতে অংশ নেয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (ভাসানী-মুজিব), কৃষক-প্রজা পার্টি (শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক), নেজামে ইসলামী পার্টি (মাওলানা আতাহার আলী), ও বামপন্থী গণতন্ত্রী পার্টি (হাজী দানেশ)।

যুক্তফ্রন্টে দলের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। যথা-

দলের সংখ্যা		যুক্তফ্রন্টে রাজনৈতিক দল	দলের সংখ্যা	
বাংলাপিডিয়া মতে	১	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ	১	নবম-দশম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' মতে
	২	এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক শ্রমিক পার্টি	২	
	৩	মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই-ইসলামী	৩	
	৪	হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী গণতন্ত্রী দল	৪	
	৫	খিলাফতে রব্বানী পার্টি		

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা এবং ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। একুশ দফা দাবীর প্রথম দাবী ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করা। ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩ আসনে জয়লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন এ.কে ফজলুল হক। শেখ মুজিবুর রহমান এই মন্ত্রিসভায় কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ৫৬ দিন ক্ষমতায় ছিল। পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করেন।

তথ্য কণিকা

- পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের বিপক্ষে সমমনা চারটি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়- ৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে।
- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়- আওয়ামী মুসলিম লীগ (মওলানা ভাসানী), কৃষক প্রজা পার্টি (এ কে ফজলুল হক), নেজাম-এ ইসলাম (মাওলানা আতাহার আলী), বামপন্থী গণতন্ত্রী দল (হাজী দানেশ) নিয়ে।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট আসন লাভ করে-মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭ টি আসনের মধ্যে ২২৩টি।
- ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়- মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির।
- ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল- যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি, মুসলিম লীগ ৯টি, খেলাফত রব্বানী ১টি ও স্বতন্ত্র ৪টি।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালিত হয়- ২১ দফার ভিত্তিতে।
- ২১ দফা দাবির প্রথম দফা ছিল- বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি অর্জন।
- ৪ এপ্রিল ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন- এ কে ফজলুল হক।
- যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন- শেখ মুজিবুর রহমান।
- যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ৫৬ দিন ক্ষমতায় ছিল। পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করেন।

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল

আসন সংখ্যা	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন
মুসলিম আসন ২৩৭	যুক্তফ্রন্ট	২২৩
	মুসলিম লীগ	৯
	খেলাফত রাব্বানী	১
	স্বতন্ত্র	৪
অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৭২	তফসিলি ফেডারেশন	২৭
	কংগ্রেস	২৪
	যুক্তফ্রন্ট	১৩
	কমিউনিস্ট পার্টি	৪
	বৌদ্ধ সম্প্রদায়	২
	খ্রিস্টান সম্প্রদায়	১
	স্বতন্ত্র	১
মোট		৩০৯

❖ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

বঙ্গবন্ধুর জয়লাভ : বঙ্গবন্ধু এই নির্বাচনে ১৩৬ নং আসন (ফরিদপুর-৮) হতে মুসলিম প্রার্থী ওহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিঞাকে ১০০০০ ভোটে পরাজিত করেন। এই বিজয়ে বঙ্গবন্ধু জনগণের নিকট হতে ৫০০০ টাকা পুরস্কার পান।

বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীত্ব লাভ : ১৯৫৪ সালের ১৫ মে ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা অবৈধ ঘোষণা ও ভেঙ্গে দেওয়া : ৩১ মে ১৯৫৪ সালে মাত্র ৪৫ দিনের মাথায় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের গভর্ণর গোলাম মোহাম্মদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) অনুচ্ছেদ বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন।

[সূত্র : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস– ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন]

যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচি : ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতেই যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ নির্বাচনী কর্মসূচিকে ২১ দফায় লিপিবদ্ধ করে। দফাসমূহ নিম্নরূপ :

১. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।
২. বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা ও খাজনা আদায়কারী মধ্যস্বত্বকারীদের উচ্ছেদ করা।
৩. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ ও পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান করা।
৪. সমবায় কৃষির প্রবর্তন ও কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন।
৫. পূর্ব-বাংলাকে লবণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে।
৬. অবিলম্বে বাস্তু হারাদের পুনর্বাসন করা হবে।
৭. সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও দুর্ভিক্ষ রোধ করা হবে।
৮. পূর্ব-বাংলাকে শিল্পায়িত করা এবং শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।
৯. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি।
১০. সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ের ব্যবধান দূর করা হবে।
১১. বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করতে হবে।
১২. প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন ও কর্মচারীদের বেতন সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।
১৩. ঘুষ, দুর্নীতি বন্ধ ও সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ করা এবং অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।
১৪. সকল নিরাপত্তা বন্দীদের মুক্তিদান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।
১৫. শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথক করা।
১৬. বর্ধমান হাউসকে (বর্তমান বাংলা একাডেমি) আপাতত ছাত্রাবাস, পরবর্তীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগার করা হবে।
১৭. বাংলা ভাষার জন্য শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হবে।
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালন করা হবে।
১৯. লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব-বাংলাকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে।
২০. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার দ্বারা আইনসভার আয়ুবর্ধিত করা হবে না।
২১. আইনসভার শূন্যপদ ৩ মাসের মধ্যে পূরণ করা হবে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন :

প্রশ্ন : ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ কী?

উত্তর : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত জাতীয়তাবাদ পূর্ব বাংলার জনগণের মাঝে সংগ্রামের শক্তি সঞ্চার করে এবং পশ্চিমাদের পক্ষপাতমূলক শাসনের বিপক্ষে যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচিই বিজয় এনে দেয়।

প্রশ্ন : যুক্তফ্রন্ট মোট কতটি আসন পায়?

উত্তর : ২৭৩টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি এবং ৭২টি অমুসলিম আসনের মধ্যে ১৩টি সহ মোট ২৩৬টি আসন লাভ করে।

প্রশ্ন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে কোন আসন থেকে জয় লাভ করে?

উত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৩৬ নং আসন (ফরিদপুর-৮) থেকে জয় লাভ করে।

প্রশ্ন : যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেওয়ার কারণগুলো লেখ।

উত্তর : যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেওয়ার কারণগুলো হলো :

১. ১৫ মে ১৯৫৪ সালে আদমজী জুট মিলে বাঙ্গালি ও বিহারী সংঘর্ষ।
২. মে মাসে জেল কর্তৃপক্ষ ও মহল্লাবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ।
৩. নিউইয়র্ক টাইমস এর সাংবাদিক কালাহানকে দেওয়া শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সাক্ষাৎকারকে বিকৃতভাবে প্রচার।
৪. টাঙ্গাইল উপ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়।
৫. মনস্তাত্ত্বিক কারণ।

প্রশ্ন : যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় বঙ্গবন্ধু কোন মন্ত্রীত্ব পান?

উত্তর : কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়।

প্রশ্ন : কোন ধারা বলে ও কে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়?

উত্তর : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) ধারা বলে তৎকালীন গভর্ণর গোলাম মোহাম্মদ পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা অবৈধ ঘোষণা করে ও ভেঙ্গে দেয়।

প্রশ্ন : ২১-দফা কর্মসূচির কয়টি দফাতে বাংলা ভাষা সম্পর্কে বলা আছে?

উত্তর : ২১-দফা কর্মসূচির ১, ১০, ১৬, ১৭, ১৮ নং দফাতে বাংলা ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

❖ পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ (১৯৫৫)

গঠন : ১৯৫৫

সভাপতি/গঠনকারী : গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ

সদস্য : মোট ৮০ জন

পূর্ববঙ্গ– ৪০ জন

পশ্চিম পাকিস্তান ৪০ জন

প্রথম অধিবেশন : ১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই পশ্চিম পাকিস্তানের 'মারিতে'।

মারি চুক্তি (১৯৫৫) :

স্বাক্ষর : ১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই দ্বিতীয় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তানের মারিতে মারি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

মারী চুক্তির কিছুর বিষয়সমূহ :

১. পাকিস্তানে দুটি প্রদেশ থাকবে পূর্ব পাকিস্তান, (পূর্ব বাংলার পরিবর্তে) এবং পশ্চিম পাকিস্তান।

২. প্রদেশ দুটিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন থাকবে।

৩. উভয় প্রদেশে সংখ্যাসাম্য নীতি কার্যকর হবে।

৪. যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা কার্যকর হবে।

৫. বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হবে।

প্রশ্ন : কোন চুক্তির ফলে পাকিস্তানের একটি সংবিধান প্রণয়নের সুযোগ হয়?

উত্তর : ১৯৫৫ সালের দ্বিতীয় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে স্বাক্ষরকৃত মারি চুক্তির ফলে।

প্রশ্ন : কোন চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়?

উত্তর : মারি চুক্তি। [সূত্র : পৌরনীতি ও সুশাসন– ২য় পত্র; প্রফেসর মো. মোজাম্মেল হক]

❖ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র (১৯৫৬)

সংবিধান বিল উত্থাপন : ১৯৫৫ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান বিল উত্থাপন করা হয়।

কার্যকর : লাহোর প্রস্তাবকে স্মরণীয় করে রাখতে ২৩ শে মার্চ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র কার্যকর হয়।

বঙ্গবন্ধুসহ ১৩ জন আওয়ামী লীগ নেতা এই সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি।

শাসনতন্ত্রের ফলাফল :

- এই শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের নাম ধারণ করে।
- পশ্চিমাঞ্চলগুলোকে একত্রিত করে একটি ইউনিট গঠন করে নাম দেওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব বঙ্গের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান।
- পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন 'ইস্কান্দার মির্জা'।
- ফরিদপুরের আদেল উদ্দিন আহম্মেদ এর প্রস্তাবে পাকিস্তান এর সংবিধানের ২১৪(১) নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

কোয়ালিশন সরকার গঠন : ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। এই সরকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

তথ্য কণিকা

- গণ পরিষদে 'পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিল' উত্থাপিত হয় ১৯৫৬ সালের ৮ জানুয়ারি।
- 'পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিল' উত্থাপন করেন- তৎকালীন আইনমন্ত্রী আই চন্দ্রীগড়।
- পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিলটি গণপরিষদে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় ২১ জানুয়ারি, ১৯৫৬ সালে।
- পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রের নাম ছিল- ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান।
- ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান কর্যকর হয়- ২৩ মার্চ, ১৯৫৬।
- ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান বাতিল হয়- ৭অক্টোবর, ১৯৫৮।

কাগমারি সম্মেলন ১৯৫৭

১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা 'কাগমারি সম্মেলন' নামে পরিচিত। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সম্মেলনের প্রধান এজেন্ডা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতি। অনুষ্ঠানে মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, যদি পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ অব্যাহত থাকে তবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানাতে বাধ্য হবেন।

তথ্য কণিকা

- আওয়ামী লীগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়- 'কাগমারি সম্মেলন'।
- সম্মেলন সভাপতিত্ব করেন- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
- প্রধান অতিথি ছিলেন- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- সম্মেলনের প্রধান এজেন্ডা ছিল- পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতি।

সামরিক শাসন জারি ১৯৫৮

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর এক ঘোষণাবলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি প্রধান সেনাপতি জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মাত্র ২০ দিনের মাথায় তিনি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং দেশত্যাগে বাধ্য করেন। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান নিজেকে পাকিস্তানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।

তথ্য কণিকা

- প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারি করেন- ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮।
- প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা প্রধান সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন- জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে।
- ২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন- জেনারেল আইয়ুব খান।
- 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করেন- জেনারেল আইয়ুব খান।
- ১৯৬০ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের আস্থা ভোটে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট- জেনারেল আইয়ুব খান।
- প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন- ২৩ মার্চ ১৯৬০।

❖ ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র

২৬ শে মার্চ আইয়ুব খান সমস্ত পাকিস্তানের ৮০০০০ ব্যক্তিকে ভোটাধিকার দেয়। তারা সকল নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে। এই মেম্বারদের বিডি মেম্বার বা বেসিক ডেমক্রেটিক মেম্বার বলা হতো। এই ব্যবস্থাকে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেন। এটা ছিল প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে এক অদ্ভুত ও নতুন নির্বাচন পদ্ধতির নির্বাচন কাঠামো। যেখানে শুধু নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার ছিল।

মৌলিক গণতন্ত্রে চার ধরনের স্থানীয় শাসন চালু করেন–

১. ইউনিয়ন কাউন্সিল
২. থানা কাউন্সিল
৩. জেলা কাউন্সিল
৪. বিভাগীয় কাউন্সিল

❖ পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র (১৯৬২)

প্রণয়ন : ১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান প্রণয়ন করেন।

- এই সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
- সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
- পাকিস্তানের রাজধানী করাচি হতে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়।

❖ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট

১৯৬২ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর লাহোরে সমমনা দলগুলো নিয়ে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এন ডি এফ) গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলো দল ও পূর্ব পাকিস্তানের দলবিহীন ঐক্য সরকারের ভীত নাড়িয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিভিন্ন জনসভার মাধ্যমে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন। ৬২ এর এই গণজাগরণ ছিল আইয়ুব বিরোধী প্রথম সংগঠিত আন্দোলন।

❖ ১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন

শরীফ শিক্ষা কমিশন গঠন : প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান শিক্ষা সংস্কারের নামে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তার এককালের শিক্ষক ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব এস এম শরীফকে চেয়ারম্যান করে ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর শরীফ শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

কমিশনের রিপোর্ট পেশ :

- এই কমিশন ১৯৫৯ সালের ২৬ শে আগস্ট অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে।
- দীর্ঘদিন পর ১৯৬২ সালে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে।

শরীফ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ :

১. শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে শিক্ষাকে তিন স্তরে ভাগ করা হয়–
   - প্রাথমিক– ৫ বছরের জন্য
   - উচ্চতর ডিগ্রি– ৩ বছরের জন্য
   - স্নাতকোত্তর কোর্স– ২ বছরের জন্য

২. উচ্চ শিক্ষা ধনিক শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
৩. বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।
৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬০% ব্যয় আসবে ছাত্রদের বেতন থেকে, ২০% আসবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে।
৫. রিপোর্টে বর্ণমালা সংস্কার করা এবং বাংলা ও উর্দুর স্থলে রোমান বর্ণমালা প্রয়োগ।
৬. ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব।
৭. উর্দুকে জনগণের ভাষায় পরিণত করতে হবে।
৮. শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে বলে, যেমন দাম, তেমন জিনিস।
৯. ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার সুপারিশ।

কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলন : কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে, শিক্ষা কোন জিনিস নয় যে, তা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। এতে আইয়ুব শাহীর ধর্মান্ধ, পুজিবাদী, রক্ষণশীলতা ও বাংলা ভাষা বিদ্বেষী মনোভাব ফুটে উঠে।

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন শুরু হয়। সামরিক শাসনের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসন, আইয়ুব শিক্ষানীতি বাতিল, রাজবন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এই আন্দোলনের প্রতিবাদে সারা পূর্ব-পাকিস্তানে দুর্বার আন্দোলন শুরু হয়। পুলিশের গুলিতে 'ওয়াজিউল্লা' মোস্তাক, বাবুলসহ আর কয়েকজন নিহত হয়।

- ১০ সেপ্টেম্বর East Pakistan Student Forum গঠিত হয়।
- ১৯৬২ সালে সিরাজুল ইসলাম খান, আব্দুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমেদ এর নেতৃত্বে 'স্বাধীন বাংলা' বিপ্লবী পরিষদ গঠন করে।
- ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে শরীফ শিক্ষা কমিশন স্থগিত করা হয়।
- ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা আন্দোলনের জন্য এই দিনটিকে 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

❖ বঙ্গবন্ধুর নিউক্লিয়াস (১৯৬২)

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু ভিতরে ভিতরে ১৯৬২ সালে তাঁর অনুগত কিছু ছাত্রদের নিয়ে একটি সংগঠন গোপনে প্রতিষ্ঠা করেন, যাকে নিউক্লিয়াস বলে। ছাত্র নেতাদের মধ্যে ছিলেন-

১. সিরাজুল আলম খান।
২. তোফায়েল আহমেদ।
৩. ফজলুল হক মনি।
৪. আব্দুর রাজ্জাক।
৫. কাজী আরেফ।
৬. মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনির) ও আরো কয়েকজন।

বঙ্গবন্ধু নিউক্লিয়াস সদস্যেদের নিজের সন্তানের মতই আদর করতেন। নিউক্লিয়াসের প্রচেষ্টায় ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন করার কথা আসে এবং শ্লোগান আসে-"বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর"।

❖ Combined Opposition Party (COP) –১৯৬৪

১৯৬৪ সালের ২৬ শে জুলাই খাজা নাজিম উদ্দিন এর বাসায় বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে কয়েকটি সমমনা রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে COP গঠন করে।

প্রধান : মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহ

দলগুলো : আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, নেজামে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলাম।

উদ্দেশ্য : সামরিক শাসক আইয়ুব খানকে ক্ষমতাচ্যুত

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৬৫

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেন এবং নিজে কনভেনশন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হন। এমতাবস্থায় অধিকাংশ বিরোধী দল মিলিত হয় 'COP (Combined Opposition Party)' নামে একটি সম্মিলিত জোট গঠন করে। এ জোটের প্রার্থী ছিলেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ভাগ্নী ফাতেমা জিন্নাহ। এ নির্বাচনে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রী পন্থায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

তথ্য কণিকা

- ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেন- প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান।
- ১৯৬৫ সালের নির্বাচনকালে গঠিত বিরোধী দলগুলোর সম্মিলিত জোটের নাম- COP (Combined Opposition party)।
- মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন- আইয়ুব খান।

পাক-ভারত যুদ্ধ ১৯৬৫

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয় পাক–ভারত যুদ্ধ। ১৭ দিনব্যাপী এ যুদ্ধে বাঙালি সৈন্যরা অসম্ভব সাহসিকতা দেখায়। অত:পর জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে উভয়পক্ষের যুদ্ধ বিরতি ঘটে।

তথ্য কণিকা

- প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ২১ অক্টোবর, ১৯৪৭-৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮।
- প্রথম পাক ভারত যুদ্ধের কারণ- পাকিস্তানের ভারত অধিকৃত কাশ্মীর দখলের প্রচেষ্টা।
- দ্বিতীয় পাক–ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ৬-২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫।
- দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ যে চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়- তাসখন্দ চুক্তি।
- তৃতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়- ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- চতুর্থ পাক–ভারত যুদ্ধ (কারগিল যুদ্ধ) সংঘটিত হয়- মে-জুলাই ১৯৯৯।
- কারগিল যুদ্ধের মূল কারণ ছিল- কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট কত সালে গঠন করা হয়?

ক) ১৯৫৩ সালে খ) ১৯৫৪ সালে
গ) ১৯৫৫ সালে ঘ) ১৯৫৬ সালে **ক**

২. ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টভুক্ত রাজনৈতিক দল নয়—

ক) আওয়ামী লীগ
খ) কৃষক শ্রমিক পার্টি
গ) নেজামে ইসলাম
ঘ) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি **ঘ**

৩. যুক্তফ্রন্টের (১৯৫৪) রাজনৈতিক দলের সংখ্যা–

ক) চার খ) পাঁচ
গ) তিন ঘ) ছয় **ক**

৪. পূর্ববঙ্গের নাম কখন পূর্ব পাকিস্তান করা হয়?

ক) ১৯৫৬ সনে খ) ১৯৬২ সনে
গ) ১৯৫২ সনে ঘ) ১৯৬৯ সনে **ক**

৫. কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়–

ক) ১৯৫৪ খ) ১৯৫৬
গ) ১৯৫৭ ঘ) ১৯৬১ **গ**

ছয়-দফা দাবি বা কর্মসূচি

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দাবি সংবলিত একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এটি ৬ দফা কর্মসূচী নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ লাহোরের এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ দফা ঘোষণা করেন। ছয় দফা কর্মসূচী ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' এর ভিত্তিতে রচিত। ছয় দফা দাবির প্রথম দাবি ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন। ছয় দফা কর্মসূচি বাঙালি জাতির 'মুক্তির সনদ'/'ম্যাগনাকার্টা' হিসাবে পরিচিত। এ কর্মসূচিকে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি' বলে অভিহিত করেন। ছয় দফা কর্মসূচি দ্রুত বাঙালি জনগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়।

❒ ছয় দফা কর্মসূচিসমূহ

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্ররূপে গড়তে হবে। এতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং আইনসভাগুলো হবে সার্বভৌম। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে।

২. কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র এ দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে এবং দু' অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র ব্যাংক থাকবে। এ ব্যবস্থায় বিকল্পস্বরূপ দু'অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে একই মুদ্রা থাকতে পারে।

৪. সকল প্রকার কর, খাজনা ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের নির্দিষ্ট একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে, যা দিয়ে ফেডারেল তহবিল গড়ে উঠবে।

৫. বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা আঞ্চলিক ভিত্তিতে হিসাব রাখতে হবে। এক অঞ্চলের আয়কৃত অর্থ সেই অঞ্চলেই ব্যয় করতে হবে। তবে কেন্দ্র এ আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ পাবে।

৬. অঙ্গরাজ্যগুলোর তাদের আঞ্চলিক প্রতিরক্ষার জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের অধিকার থাকবে।

তথ্য কণিকা

- যে প্রস্তাবের ভিত্তিতে ছয় দফা রচিত হয়- লাহোর প্রস্তাব
- শেখ মুজিব ছয় দফা কর্মসূচির কথা প্রথম ব্যক্ত করেন- ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।
- ছয় দফা- বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজুর মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ।
- ছয় দফা উত্থাপিত হয়েছিল- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘ দিনের অনাচার ও বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হিসেবে।
- শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বিরোধী দল সম্মেলন করে- ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি।
- ঐতিহাসিক ছয় দফায় প্রাধান্য পায়- জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ব পাকিস্তানের মহামুক্তির সনদে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন- ৩৫ জন।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী ছিলেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ছয়-দফা দাবি প্রথম কোথায় উত্থাপন করা হয়?
ক) ঢাকায় খ) লাহোরে
গ) করাচিতে ঘ) নারায়ণগঞ্জে **খ**

২. ছয়-দফার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হলো-
ক) বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের ধারণার বিকাশ
খ) শিক্ষা সংস্কার
গ) অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলন
ঘ) ভাষা আন্দোলনের সফল বাস্তবায়ন **ক**

৩. বঙ্গবন্ধু কর্তৃক 'ছয় দফা' ঘোষিত হয় কবে?
ক) ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ খ) ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
গ) ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮ ঘ) ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ **খ**

৪. বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ হলো-
ক) ছয় দফা খ) এগারো দফা
গ) ৭ মার্চের ভাষণ ঘ) ২১ দফা **ক**

৫. ঐতিহাসিক ছয় দফাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়?
ক) বিল অব রাইটস খ) ম্যাগনাকার্টা
গ) পিটিশন অব রাইটস ঘ) মুখ্য আইন **খ**

Teacher's Work

১. **'তমদ্দুন মজলিস' কে প্রতিষ্ঠা করেন?** [৪৪তম বিসিএস]
ক) হাজী শরিয়তউল্লাহ খ) এ কে ফজলুল হক
গ) আবুল কাশেম ঘ) হামিদ খান ভাসানী

২. **কোন দেশ বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে?** [৪৪তম বিসিএস]
ক) লাইবেরিয়া খ) নামিবিয়া
গ) হাইতি ঘ) সিয়েরালিওন

৩. **UNESCO কত তারিখে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?** [৪২তম ও ২৬তম বিসিএস]
ক) ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৯
খ) ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯
গ) ১৯ নভেম্বর, ২০০১
ঘ) ২০ নভেম্বর, ২০০১

৪. **বাঙালির মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল?** [৪৪তম বিসিএস]
ক) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ খ) ২২ মার্চ, ১৯৫৮
গ) ২০ এপ্রিল, ১৯৬২ ঘ) ২৩ মার্চ, ১৯৬৬

৫. **১৯৬৬ সালের ৬ দফার ক'টি দফা অর্থনীতি বিষয়ক ছিল?** [৪৩তম বিসিএস]
ক) ৩টি খ) ৪টি
গ) ৫টি ঘ) ৬টি

৬. **রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কোন সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?** [৪২তম বিসিএস]
ক) তমদ্দুন মজলিস খ) ভাষা পরিষদ
গ) মাতৃভাষা পরিষদ ঘ) আমরা বাঙালি

৭. **১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তৎকালীন পাকিস্তানের একজন নেতা ঘোষণা করেন 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' কে এই নেতা?** [৪২তম বিসিএস]
ক) ২৫ জানুয়ারি খ) ২১ ফেব্রুয়ারি
গ) ১১ মার্চ ঘ) ২৫ ফেব্রুয়ারি

৮. **কোন বিদেশি রাষ্ট্র বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে?** [৪১তম বিসিএস]
ক) রুয়ান্ডা খ) সিয়েরালিয়ন
গ) সুদান ঘ) লাইবেরিয়া

৯. **'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির সুরকার কে?** [৪০তম বিসিএস/ ১৩তম বিসিএস]
ক) আব্দুল আহাদ খ) আব্দুল আলীম
গ) আলতাফ মাহমুদ ঘ) বুলবুল চৌধুরী

১০. **আওয়ামী লীগের ছয় দফা কোন সালে পেশ করা হয়েছিল?** [৪০তম বিসিএস/৩৬তম বিসিএস]
ক) ১৯৬৫ খ) ১৯৬৬
গ) ১৯৬৭ ঘ) ১৯৫৫

১১. **ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?** [৪১তম/১৩তম বিসিএস]
ক) খাজা নাজিমউদ্দীন খ) নুরুল আমিন
গ) লিয়াকত আলী খান ঘ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

১২. **ঐতিহাসিক 'ছয় দফা দাবিতে' যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না–** [৪১তম বিসিএস]
ক) শাসনতান্ত্রিক কাঠামো খ) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
গ) স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা ঘ) বিচার ব্যবস্থা

১৩. **কোন বিখ্যাত ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি আখ্যা দিয়েছিল?** [৩৯তম বিসিএস/৩৫তম বিসিএস]
ক) টাইম
খ) নিউজ উইকস
গ) ইকোনোমিস্ট
ঘ) ইকোনোমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি

১৪. **বঙ্গবন্ধু কর্তৃক 'ছয় দফা' ঘোষিত হয় কবে?** [৩৮তম বিসিএস]
ক) ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ খ) ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
গ) ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮ ঘ) ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

১৫. **কিসের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল?** [৩৮তম বিসিএস]
ক) দ্বি-জাতি তত্ত্ব খ) সামাজিক চেতনা
গ) অসম্প্রদায়িকতা ঘ) বাঙালি জাতীয়তাবাদ

১৬. **১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্ত ছিলেন না–** [৩৮তম বিসিএস]
ক) শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক
খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ) নবাব স্যার সলিমুল্লাহ
ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৭. ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল– [৩৭তম বিসিএস]

ক) ধানের শীষ খ) নৌকা
গ) লাঙ্গল ঘ) বাইসাইকেল

১৮. বাংলা ভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদ কোন তারিখে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? [৩৬তম বিসিএস]

ক) ৯ মে, ১৯৫৪ খ) ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩
গ) ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

১৯. পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি কে জানিয়েছিলেন? [৩৫তম বিসিএস]

ক) তমিজউদ্দীন খান খ) সৈয়দ আজমত খান
গ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) মনোরঞ্জন ধর

২০. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কার রচিত গ্রন্থ? [৩৫তম বিসিএস]

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ) শেখ হাসিনা
গ) হামিদ খান ভাসানী
ঘ) এ. কে. ফজলুল হক

২১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন? [৩৪তম বিসিএস]

ক) ১ মার্চ, ১৯১৯ খ) ১৭ মার্চ, ১৯২০
গ) ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ ঘ) ২১ জুন, ১৯৪১

২২. কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে? [৩৪তম বিসিএস]

ক) UNICEF খ) IMF
গ) UNDP ঘ) UNESCO

২৩. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির প্রথম সুরকার কে? [৩৪তম বিসিএস/ বিআরটিএ'র মোটরযান পরিদর্শক ১৭]

ক) আবদুল লতিফ খ) আলতাফ মাহমুদ
গ) আজাদ রহমান ঘ) খন্দকার নুরুল আলম

২৪. বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [৩২তম বিসিএস/২৮তম বিসিএস]

ক) অগ্নিসাক্ষী খ) চিলেকোঠার সেপাই
গ) আরেক ফাল্গুন ঘ) অনেক সূর্যের আশা

২৫. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক নাটক কোনটি? [৩৪তম বিসিএস/ সহ. থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা: ১৫]

ক) কবর
খ) পায়ের আওয়াজ যাওয়া যায়
গ) জগিস ও বিবিধ সেলুন
ঘ) ওরা কদম আলী

২৬. ছয়-দফা দাবি প্রথম উত্থাপন করা হয়? [৩০তম বিসিএস/২২তম বিসিএস/ ১৮তম বিসিএস]

ক) ঢাকায় খ) লাহোরে
গ) করাচিতে ঘ) নারায়ণগঞ্জে

২৭. বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় কখন? [২৯তম বিসিএস/ ২৬তম বিসিএস/ ১৬তম বিসিএস]

ক) ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭০ খ) ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫
গ) ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ ঘ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

২৮. পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক পরিষদের ধারা বিবরণীতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি কে প্রথম করেছিলেন? [২৪তম বিসিএস]

ক) আবুল কাশেম খ) শেখ মুজিবুর রহমান
গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

২৯. বাংলা একাডেমি মূল ভবনের নাম কী ছিল?

ক) বর্ধমান হাউজ খ) বাংলা ভবন
গ) আহসান মঞ্জিল ঘ) চামেলি হাউজ

৩০. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির রচয়িতা– [১৯তম বিসিএস/ ১০তম বিসিএস]

ক) শামসুর রাহমান খ) আলতাফ মাহমুদ
গ) হাসান হাফিজুর রহমান ঘ) আবদুল গফফার চৌধুরী

উত্তরমালা

১	গ	২	ঘ	৩	খ	৪	ঘ	৫	ক	৬	ক	৭	গ	৮	খ	৯	গ	১০	খ
১১	ক	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	গ	২০	ক
২১	খ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	গ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	ঘ

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১. ১৯৫২ সালে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) খাজা নাজিমউদ্দীন খ) নুরুল আমিন
গ) আতাউর রহমান খান ঘ) আবু হোসেন সরকার

২. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক রচিত 'বায়ান্ন দিনগুলো'তে কারাগারে অনশনরত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গী কে ছিলেন?
ক) আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ খ) মহিউদ্দিন আহমদ
গ) মওলানা ভাসানী ঘ) খান সাহেব ওসমান আলী

৩. ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কে ছিলেন?
ক) ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন
খ) ড. মাহমুদ হাসান
গ) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
ঘ) ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী

৪. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা সাল কত ছিল?
ক) ১৩৫৮ খ) ১৩৫৯ গ) ১৩৭০ ঘ) ১৩৭১

৫. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে বুকের রক্ত নিয়ে মাতৃভাষার মান রক্ষা করেন শহীদ জব্বার, রফিক, বরকত, সালাম; ঐ দিনটি ছিল ফাল্গুন মাসের-
ক) ৬ তারিখ খ) ৮ তারিখ
গ) ১০ তারিখ ঘ) ১২ তারিখ

৬. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা কত তারিখ ছিল?
ক) ৮ ফাল্গুন খ) ৯ মাঘ
গ) ৩১ পৌষ ঘ) ২৯ মাঘ

৭. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল-
ক) বৃহস্পতিবার খ) শুক্রবার
গ) শনিবার ঘ) রবিবার

৮. রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন অংকুরিত হয় ১৯৪৭ সালে, মহীরুহে পরিণত হয়-
ক) ১৯৪৮ সালে খ) ১৯৪৯ সালে
গ) ১৯৫১ সালে ঘ) ১৯৫২ সালে

৯. ১৯৫২ সালের তৎকারীন ভাষা আন্দোলন কিসের জন্ম দিয়েছিল?
ক) এক রাজনৈতিক মতবাদের
খ) এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের
গ) এক নতুন জাতীয় চেতনার
ঘ) এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার

১০. ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম শহীদ দিবস পালিত হয় —— সালে।
ক) ১৯৫২ খ) ১৯৫৩ গ) ১৯৫৪ ঘ) ১৯৫৫

১১. কত সালে বাংলা ভাষাকে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়?
ক) ১৯৫২ খ) ১৯৫৪ গ) ১৯৫৬ ঘ) ১৯৬২

১২. বাংলা ভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদ কোন তারিখে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?
ক) ৯ মে, ১৯৫৪ খ) ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩
গ) ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

১৩. সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন কত সালে পাস হয়?
ক) ১৯৮৭ খ) ১৯৮৮ গ) ১৯৮৯ ঘ) ১৯৫৬

১৪. ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় কত সালের কত তারিখে?
ক) ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ খ) ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৯
গ) ১৯ নভেম্বর, ১৯৯৯ ঘ) ২০ নভেম্বর, ১৯৯৯

১৫. সম্প্রতি ভারতের কোন রাজ্যে বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে?
ক) আসাম খ) মিজোরাম
গ) ত্রিপুরা ঘ) ঝাড়খণ্ড

১৬. কোন দেশ বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে?
ক) লাইবেরিয়া খ) নামিবিয়া
গ) হাইতি ঘ) সিয়েরালিওন

১৭. কোনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস?
ক) ১৬ ডিসেম্বর খ) ২৬ মার্চ
গ) ২১ ফেব্রুয়ারি ঘ) ১৪ এপ্রিল

১৮. কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে?
ক) UNICEF খ) IMF
গ) UNDP ঘ) UNESCO

১৯. UNESCO কত তারিখে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?
ক) ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৯ খ) ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯
গ) ১৯ নভেম্বর, ২০০১ ঘ) ২০ নভেম্বর, ২০০১

২০. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উদ্দেশ্য-
ক) ভাষা অধিকার খ) মাতৃভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
গ) মাতৃভাষার বিদেশে প্রচার ঘ) মাতৃভাষার জনপ্রিয়তা

২১. ইউনেস্কোর কততম সম্মেলনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়?
ক) ৩০তম খ) ৩১তম
গ) ৩২তম ঘ) ৩৩তম

২২. ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল-
ক) ধানের শীষ খ) নৌকা
গ) লাঙ্গল ঘ) বাইসাইকেল

২৩. পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে কতটি আসন ছিল
ক) ২৫০টি খ) ২৭৫টি
গ) ৩০০টি ঘ) ৩০৯টি

২৪. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ কতটি আসন লাভ করে?
ক) ২৮০টি খ) ২২৩টি
গ) ২৯৮টি ঘ) ১৭১টি

২৫. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কোন দল জয়লাভ করে?
ক) মুসলিম লীগ খ) কংগ্রেস
গ) ন্যাপ ঘ) যুক্তফ্রন্ট

২৬. পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর নাম কী?
ক) এ.কে ফজলুল হক খ) চৌধুরী খালিকুজ্জামান
গ) মুহাম্মদ আলী ঘ) ইস্কান্দার মীর্জা

২৭. শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য হন কত বছর বয়সে?
ক) ৩৪ খ) ৩৬ গ) ৪১ ঘ) ৫০

২৮. ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন?
ক) কৃষি ও খাদ্য খ) শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম
গ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন ঘ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক

২৯. ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি মন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) হাজী দানেশ খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ) মাওলানা আতাহার আলী ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৩০. ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্ত ছিলেন না-
ক) শেরে বাংলা এ.কে ফজলুর হক
খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ) নবাব স্যার সলিমুল্লাহ
ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৩১. ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন?
ক) শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রণালয়
খ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
গ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ঘ) কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়

৩২. আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক 'ছয় দফা'র প্রথম দফা-
ক) রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা খ) ধর্মনিরপেক্ষতা
গ) স্বতন্ত্র মুদ্রা ঘ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

৩৩. ছয়' দফা আন্দোলনের প্রথম শহীদ কে?
ক) শামসুজ্জোহা খ) মনু মিয়া
গ) রফিক ঘ) সালাম

৩৪. ছয় দফা দিবস কবে?
ক) ২৩ ফেব্রুয়ারি খ) ৭ মার্চ
গ) ১৭ এপ্রিল ঘ) ৭ জুন

৩৫. বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফার ২য় দফাটি নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত?
ক) বৈদেশিক বাণিজ্য খ) মুদ্রা বা অর্থ
গ) রাজস্ব কর ঘ) কেন্দ্রীয় সরকার

৩৬. ঐতিহাসিক 'ছয় দফা দাবিতে' যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না-
ক) শাসনতান্ত্রিক কাঠামো খ) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
গ) স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা ঘ) বিচার ব্যবস্থা

৩৭. ১৯৬৬ সালের ৬ দফার ক'টি দফা অর্থনীতি বিষয়ক ছিল?
ক) ৩টি খ) ৪টি গ) ৫টিঘ) ৬টি

৩৮. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দুইটি পৃথক অথচ সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থা চালুর দাবি ছয় দফার কোন দফাতে ছিল?
ক) ২য় খ) ৩য় গ) ৪র্থ ঘ) ৫ম

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	ক	৪	ক	৫	খ	৬	ক	৭	ক	৮	ঘ	৯	গ	১০	খ
১১	গ	১২	ক	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ক
২১	ক	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	গ	২৯	খ	৩০	গ
৩১	ক	৩২	ঘ	৩৩	খ	৩৪	ঘ	৩৫	ঘ	৩৬	ঘ	৩৭	ক	৩৮	খ				

Self Study

১. ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রথম শহীদ-
ক) রফিক খ) সালাম
গ) বরকত ঘ) জব্বার

২. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদ আবুল বরকতের ডাক নাম কী ছিল?
ক) খোকা খ) আবাই গ) আবু ঘ) আবুল

৩. ভাষা শহীদদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-
ক) আব্দুল সালাম খ) আবুল বরকত
গ) রফিক উদ্দিন ঘ) সকলেই

৪. ভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন, তাদের নাম উল্লেখ করুন-
ক) ইকবাল খ) আসাদ
গ) সালাম ঘ) নূর হোসেন

৫. কে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শহীদ নন?
ক) সালাম খ) জব্বার গ) আসাদ ঘ) বরকত

৬. কে ভাষা শহীদ নন?
ক) নূর হোসেন খ) রফিক
গ) জব্বার ঘ) সালাম

৭. ১৯৫২ সনে ভাষা আন্দোলনে প্রথম শহীদ মিনার তৈরি হয় কবে?
ক) ২২ ফেব্রুয়ারি খ) ২৩ ফেব্রুয়ারি
গ) ২৪ ফেব্রুয়ারি ঘ) ২৬ ফেব্রুয়ারি

৮. ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার কে উন্মোচন করেন?
ক) শহীদ শফিউর রহমানের বাবা
খ) শহীদ জব্বারের বাবা
গ) শহীদ বরকতের মা
ঘ) শহীদ সালামের বাবা

৯. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি কে?
ক) হামিদুর রহমান খ) শামীম শিকদার
গ) আমিনুল ইসলাম ঘ) নিতুন কুণ্ডু

১০. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নকশা কোন শিল্পীর?
ক) শামীম সিকদার খ) হামিদুর রহমান
গ) জয়নুল আবেদীন ঘ) কামরুল হাসান

১১. নিচের কোন স্থান অন্য স্থান হতে আলাদা?
ক) মুজিবনগর খ) থিয়েটার রোড, কলকাতা
গ) রেসকোর্স ময়দান ঘ) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

১২. দেশের সর্বোচ্চ (৭১ ফুট) শহীদ মিনারের নকশা কে করেন?
ক) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার
খ) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনার
গ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনার
ঘ) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনার

১৩. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের নকশা কে করেন?
ক) শিল্পী ফণিভূষণ খ) শিল্পী মুর্তজা বশীর
গ) শিল্পী নিতুন কুণ্ডু ঘ) শিল্পী মৃণাল হক

১৪. বাংলাদেশের বাইরে প্রথম শহীদ মিনার স্থাপতি হয় কোন দেশে?
ক) অস্ট্রেলিয়া খ) যুক্তরাজ্য গ) যুক্তরাষ্ট্র ঘ) চীন

১৫. বাংলাদেশের বাইরে কোন মুসলিম দেশে সর্বপ্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়?
ক) বাহরাইনে খ) সংযুক্ত আরব আমিরাতে
গ) মিশরে ঘ) ওমানে

১৬. বাংলা একাডেমিতে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্যের নাম কি?
ক) ভাষার কথা খ) ভাষার স্বাধীনতা
গ) মোদের আশা ঘ) মোদের গর্ব

১৭. ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য কোনটি?
ক) অপরাজেয় বাংলা খ) অঙ্গীকার
গ) মোদের গর্ব ঘ) দুরন্ত

১৮. অমর একুশে ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত?
ক) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে খ) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে
গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে

১৯. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিতত?
ক) ঢাকা খ) বেইজিং
গ) নিউইয়র্ক ঘ) প্যারিস

২০. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
ক) সেগুন বাগিচায় খ) জাতিসংঘ ভবনে
গ) মতিঝিলে ঘ) বাংলা একাডেমি

২১. ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলায় নির্বাচনের মূলমন্ত্র কী ছিল?
ক) স্বাধীনতা খ) ক্ষমতার পরিবর্তন
গ) পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ঘ) অর্থনৈতিক মুক্তি

২২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কোন দল জয়লাভ করে?
ক) মুসলিম লীগ খ) কংগ্রেস
গ) ন্যাপ ঘ) যুক্তফ্রন্ট

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	খ	৪	গ	৫	গ	৬	ক	৭	খ	৮	গ	৯	ক	১০	খ
১১	ঘ	১২	গ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	ক
২১	গ	২২	ঘ																

Class Exam

১. কত সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে?

ক) ১৯৯৮ খ) ১৯৯৯
গ) ২০০০ ঘ) ২০০১

২. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রথম বছরের কতটি দেশ পালন করেছে?

ক) ১৭৬ খ) ১৭৮
গ) ১৮৮ ঘ) ১৯০

৩. আন্তর্জাতিক মাতৃভাসা দিবস স্মরণে দেশের বাইরে বিশ্বের প্রথম স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয় অস্ট্রেলিয়ার কোন নগরীতে?

ক) ব্রিজবেন খ) পার্থ
গ) সিডনি ঘ) মেলবোর্ন

৪. কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা 'একুশে পদক-২০০৩' লাভ করে?

ক) UNICEF খ) LMF
গ) UNDP ঘ) UNESCO

৫. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন হয় কবে?

ক) ১৫ মার্চ, ১৯৯৯ সালে
খ) ১৫ মার্চ, ২০০০ সালে
গ) ১৫ মার্চ, ২০০১ সালে
ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালে

৬. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নে কোন প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছে?

ক) শিল্পকলা একাডেমি
খ) শিশু একাডেমি
গ) এমিয়াটিক সোসাইটি
ঘ) বাংলা একাডেমি

৭. বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় কখন?

ক) ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭০
খ) ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫
গ) ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১
ঘ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

৮. পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?

ক) ১৯৫২ সালে খ) ১৯৫৪ সালে
গ) ১৯৫৬ সালে ঘ) ১৯৫৭ সালে

৯. ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার কয়টি দফা ছিল?

ক) ১০ দফা খ) ১৬ দফা
গ) ২১ দফা ঘ) ২৬ দফা

১০. ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবির প্রথম দাবি কী ছিল?

ক) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
খ) পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ
গ) বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
ঘ) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী স্বত্বের উচ্চেদে সাধন

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।